এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফেভারিট কে, জানালেন আফ্রিদি

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। দলগুলো বিভিন্ন সিরিজ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে।

অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফেভারিট কোন দল সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন বুম বুম আফ্রিদি। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি ট্রফিজয়ী সাবেক এ অধিনায়কের বাজি এবার ভারত। তার মতে, এবার ভারতই টি-টোয়েন্টি জেতার দাবিদার। তাদের পারফরম্যান্স অসাধারণ।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের সিরিজ জয়ের পর এক টুইটে আফ্রিদি এ কথা বলেন।

আফ্রিদি টুইটে লেখেন, ‘ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অসাধারণ খেলেছে ভারত। বিশেষ করে তাদের বোলিং ছিল চোখ ধাঁধানো। তারা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অন্যতম ফেভারিট দল।

প্রসঙ্গত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে জিতেছে। ট্রেন্ড ব্রিজে সবশেষ ম্যাচটি তারা ১৭ রানে জিতেছে।

উন্মোচিত হলো আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জার্সি, ব্যতিক্রম পেছনের দিকে

আসন্ন কাতার বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন করেছে আর্জেন্টিনা। শুক্রবার ৮ জুলাই দেশটির ফুটবল ফেডারেশন টুইটারে নতুন জার্সির ছবি প্রকাশ করেছে।

ছবিতে দেখা যায় অধিনায়ক লিওনেল মেসি বিশ্বকাপ জার্সি পড়ে আছেন। তার হাতে আছে কাতার বিশ্বকাপের বলও।

আর্জেন্টিনা ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে যে জার্সি পড়ে খেলেছিল তাদের নতুন জার্সিটা প্রায় একইরকম।

জার্সিটির সামনের ভাগে রয়েছে তিনটি আকাশী নীল স্টেপ। আর দুটি সাদা স্টেপ।

তবে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে পেছনের ভাগে। জার্সিটির পেছন দিকে সামনের মতো নীল রঙের তিনটি মোটা স্টেপ দেওয়ার বদলে রয়েছে দুটি স্টেপ। মাঝের মোটা আকাশী নীল স্টেপের বদলে অনেকটা আর্জেন্টিনার পতাকার আদলে ডিজাইন করা হয়েছে।

বরাবরের মতো এবারো আর্জেন্টিনার জার্সির স্পন্সর হলো এডিডাস। তাদের চিরচেনা তিনটি লম্বা কালো স্টেপ দেওয়া হয়েছে কাঁধের ওপর। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপেও কাঁধের উপরিভাগ অংশে আড়াআড়ি তিনটি কালো স্টেপ ছিল।

এদিকে ২১ নভেম্বর থেকে কাতারে শুরু হবে বিশ্বকাপের নতুন আসর।

বিশ্বকাপে গ্রুপ সি-তে খেলবে আর্জেন্টিনা। এ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ সৌদি আরব, মেক্সিকো এবং পোল্যান্ড।

ম্যাচ হারের পর যে আক্ষেপে পুড়লেন মাহমুদউল্লাহ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ ২০ ওভারে তোলে ১৬৩ রান। ওপেনিংয়ে ৪৯ রানের ইনিংস খেলেন লিটন দাস, চারে নেমে আফিফ হোসেন করেন ফিফটি।

১৬৩ রান করেও জয়ের দেখা পায়নি টাইগাররা। অধিনায়ক নিকোলাস পুরানের টর্নেডো ইনিংসের সুবাদে ১০ বল হাতে থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ক্যারিবীয়রা।

ম্যাচ শেষে ১০ রান ও নিকোলাস পুরানকে থামাতে না পারার আক্ষেপে পুড়লেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

শুরুতে ৪৩ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩ উইকেট তুলে নেয় বাংলাদেশ। ৭ ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ছিল ৪৭।

কিন্তু কাইল মায়ার্স ও নিকোলাস পুরানের ৫১ বলে ৮৫ রানের জুটি তাদেরকে জয়ের দিকে এগিয়ে নেয়। ৩৮ বলে ৫৫ রান করে আউট হন মায়ার্স। ৩৯ বলে অপরাজিত ৭৪ করে দলকে জিতিয়ে ফেরেন পুরান।

অথচ পুরানকে ১৭ রানেই থামাতে পারত বাংলাদেশ। মোসাদ্দেক হোসেনের বলে স্টাম্পিং করতে পারেননি উইকেটকিপার নুরুল হাসান সোহান।

এরপর ২৮ রানে নিজের বলে ফিল্ডিং করে রান আউটের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি পেসার শরিফুল ইসলাম।

ম্যাচ শেষে সেসব প্রসঙ্গটাই তুলে ধরলেন মাহমুদউল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘ম্যাচের আগে ১৬৩ বললে হয়তো নিয়ে নিতাম। তবে সম্ভবত ১০ রানের ঘাটতি ছিল আমাদের। ১৭০ রানের বেশি করতে পারলে ভালো হতো। লিটন ভালো ব্যাট করেছে, আফিফ দুর্দান্ত ব্যাট করেছে। বোলিংয়েও শুরুতে আমরা ভালো করেছি। তবে ওদের দুই ব্যাটসম্যান সত্যিই ভালো খেলেছে। ’

পুরানকে আউটের সুযোগ হাতছাড়া করার হতাশায় বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সুযোগ এসেছিল আমাদের জন্য। রান আউটের ওই সুযোগটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে এটাও বলতে হবে, কাইল মায়ার্স ও নিকোলাস পুরান দারুণ ব্যাটিং করেছে এবং ওদের জুটিই ম্যাচটি আমাদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে গেছে। শুরুতে আমাদের বোলাররা ভালো করেছে, পাওয়ার প্লেতে তিনটি উইকেট নিয়েছে। (পরে) ওদের জুটিই ম্যাচ বের করে নিয়ে গেছে।’

হারের পরও কিছু ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছেন রিয়াদ। বললেন, ‘বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আছে। ব্যাটিংয়ের দিক থেকে বললে, আমাদের ব্যাটিং পরিকল্পনা বেশ পরিষ্কার ছিল এবং দুই ওপেনার ভালো শুরু করেছে। বোলিংয়ে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, প্রয়োজনের সময় কীভাবে উইকেট নিতে পারি এবং সুযোগগুলো নিতে পারি।’

[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সর্বশেষ এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ। ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে ভারত ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ভারত এশিয়া কাপ জিতেছে মোট ছয়বার। শ্রীলংকা পাঁচবার এবং পাকিস্তান জিতেছে দুইবার।

ব্যাটিংয়ে বুমরাহর উন্নতির রহস্য জানালেন স্ত্রী সঞ্জনা

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে অধিনায়কের দায়িত্ব পান জাসপ্রিত বুমরাহ। এজবাস্টন টেস্টে ব্রডের ১ ওভারে ৩৫ রান নিয়ে গড়েছেন বিশ্বরেকর্ড।

বুমরাহর ব্যাটিংয়ে উন্নতির রহস্য কী? তার উন্নতির বিষয় এবার মুখ খুললেন তার স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন।

মাহেলা জয়াবর্ধনের সঙ্গে সঞ্জনার কথোপকথনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছে আইসিসি। সেখানে, শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটার প্রশ্ন করেন, বুমরাহের বোলিং নিয়ে সঞ্জনা কোনো টিপস দেন কী না? সেখানে হাসিমুখে সঞ্জনা জানিয়েছেন, বোলিং নিয়ে নয়, বুমরাহকে ব্যাটিংয়ের টোটকা দেন তিনি।

সঞ্জনা বলেন, ‘না, বোলিং নিয়ে কোনো টিপস দিই না। তবে ওর ব্যাটিংয়ে নজর দিয়েছি। তাতে আমি দারুণ সফল। ব্যাট হাতে ওর যা সাফল্য, সবকিছু আমার জন্য।’ স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করেই এই উন্নতি হয়েছে বুমরাহর! মডেল ও সঞ্চালক হিসেবে ক্রিকেটের ভালোই খোঁজখবর রাখেন তিনি।

অবশ্য সঞ্জনা এটাও মনে করেন, ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা এবং অনুরাগ ছিল বলেই অনেক কষ্ট অতিক্রম করে এই জায়গায় এসেছে বুমরাহ। ক্রিকেট তার জীবনের প্রথম প্রেম। এখন টেস্ট অধিনায়ক হিসেবেও নিজেকে গর্বিত মনে করেন বুমরাহ।

[redacted]

[redacted]

তিন ব্যাটারকে হারিয়ে চাপে পড়ে স্বাগতিকরা। লড়াইয়ে ফিরে আসে ভারত। ৭৬ বলে ৪৬ রান করে জাসপ্রিত বুমরাহর বলে বোল্ড হন ক্রলি। একটু পর দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হন তার সঙ্গী লিস।

৬৫ বলে ৫৬ রানে আউট হন লিস। দুই ওপেনারের মাঝে অলি পোপকে নিজের দ্বিতীয় শিকার বানান বুমরাহ। কঠিন ধাক্কা ইংল্যান্ড সামলে ওঠে জো রুট ও জনি বেয়ারস্টোর ব্যাটে। দিনশেষে ১১২ বলে ৭৬ রানে অজেয় থাকেন রুট। ৮৭ বলে ৭২ রানে অপরাজিত বেয়ারস্টো। এই দুজনের ১৫০ রানের জুটি ভারতকে প্রায় ম্যাচ থেকেই ছিটকে দিয়েছে।

মঙ্গলবার পঞ্চম ও শেষ দিনে অতিনাটকীয় কিছু না ঘটলে এজবাস্টন টেস্টে জয় হচ্ছে ইংল্যান্ডেরই।

লিটন দাসের ব্যর্থতা নিয়ে যা বললেন মাহমুদউল্লাহ

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কেবল ব্যাটিংটাই করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। তাও ১৩ ওভার। ধারণা করা হচ্ছিল, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও একই একাদশ নিয়ে মাঠে নামবেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

কিন্তু তেমনটা আর হয়নি। ম্যাচের আগে পিঠে ব্যথা অনুভব করায় দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে খেলতে পারেননি ওপেনার মুনিম শাহরিয়ার।

প্রথম ম্যাচে চারে খেলা লিটন দাসকেই পাঠানো হয় এনামুল হকের সঙ্গে ওপেনিংয়ে।

কিন্তু নামের সুবিচার করতে পারেননি লিটন। আউট হয়ে যান মাত্র ৫ রান করে।

অবশ্য দুর্দান্ত ফর্ম নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে এখন পর্যন্ত বিবর্ণ লিটন দাস। অবশ্য একটি ফিফটি হাঁকিয়েছেন।

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাস করেছেন ১৪ বলে ৯ রান মাত্র।

দুই টেস্টের চার ইনিংসে এই উইকেটকিপার-ব্যাটারের রান ৩৩ বলে ১২ রান, ১৫ বলে ১৭ রান, ৭০ বলে ৫৩ এবং ৩২ বলে ১৯ রান।

ক্যারিবীয়দের মাঠে ব্যাটিং ছন্দে না থাকা লিটনকে ওপেনিংয়ে পাঠানো ঠিক হয়েছে কিনা প্রশ্নে মাহমুদউল্লাহ জানালেন, দলের প্রয়োজনে লিটনের যে কোনো জায়গায় খেলারই সামর্থ্য আছে।

বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘লিটন আমাদের সেরা ব্যাটার। আপনি সবসময় চাইবেন আপনার সেরা ব্যাটারকে সমর্থন দিতে। লিটন টেস্ট, ওয়ানডেতে খুবই ভালো ব্যাটিং করছে, ধারাবাহিকতা ধরে রেখে খেলছে। টি-টোয়েন্টিতে হয়তো সেটা পারছে না। তবে সে আমাদের সেরা ব্যাটার। টি-টোয়েন্টিতে যে কোনো ব্যাটার যে কোনো জায়গায় ব্যাটিং করার সামর্থ্য থাকতে হবে এবং লিটনের সেটা আছে।’

সর্বোচ্চ বেতন নিয়ে লিভারপুলেই সালাহ

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে লিভারপুলেই থেকে গেলেন মোহামেদ সালাহ।

শুক্রবার ক্লাবটির সঙ্গে আরও তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। ফলে আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত ক্লাবটির হয়ে খেলবেন মিসরের ফুটবল-রাজপুত্র।

আর চুক্তি নবায়নের পর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলারদের তালিকায় চারে উঠে এসেছেন সালাহ। নতুন চুক্তিতে মিসরীয় ফরোয়ার্ডের সাপ্তাহিক বেতন বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার লাখ ৬৪ হাজার ইউরো, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় চার কোটি ৫২ লাখ টাকা!

তার চেয়ে বেশি বেতন পাওয়া তিনজনই খেলেন পিএসজিতে। নেইমার প্রতি সপ্তাহে পান সাত লাখ তিন হাজার ইউরো, মেসি ১১ লাখ ১৩ হাজার ইউরো ও এমবাপ্পে ১১ লাখ ১৬ হাজার ইউরো।

তবে শুধু লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতন পেতে যাচ্ছেন সালাহ।

ইর্ষণীয় বেতন পেয়ে বেশ সন্তুষ্ট সালাহ। যদিও প্রথম দিকে বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। পরে একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে দেখা করেন এবং আলোচনার পর চুক্তি নবায়ন করেন।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে এ তারকা বলেন, ‘কিছুটা সময় লেগেছে, নতুন করে চুক্তি করতে। কিন্তু এখন সব ঠিকঠাক হয়েছে। এখন আমাদের শুধু সামনের দিকে তাকাতে হবে। আপনারা হয়তো দেখছেন, গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে দল কতটা উন্নতি করছে এবং ভালো অবস্থানে আছে।’

লিভারপুলে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিও চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেন সালাহ।

৩০ বছর বয়সি এ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘যদি আমি পেছনের দিকে তাকাই, যখন আমি এসেছিলাম দল তখন তেমন কিছুই অর্জন করেনি। কিন্তু আপনাদের হয়তো মনে আছে, আমি আসার পর বলেছিলাম, আমি ট্রফি জিততে এসেছি। মনে হয়, আমরা অনেক ট্রফি জিতেছি এবং ভবিষ্যতে আরও জিতব।’

২০১৭ লিভারপুলে যোগ দেন সালাহ। এখনো পর্যন্ত ২৫৪ ম্যাচে ১৫৬ গোল করেছেন তিনি। জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, ক্লাব ওয়ার্ল্ডকাপ, এফএ কাপ ও লিগ কাপ।

সিরিজ জয়ে প্রত্যয়ী মাহমুদউল্লাহ যা বললেন

একদিকে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়ে মন মরা। অন্যদিকে ভয়ংকর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রায় ১০ ফুট উঁচু ঢেউয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার বাজে অভিজ্ঞতা।

আটলান্টিক পাড়ির ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফের ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি টাইগাররা।

শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টায় ডমিনিকার উইন্ডসর পার্কে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটি।

প্রশ্ন উঠেছে ২০১৮ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারবে কি মাহমুদউল্লাহ বাহিনী?

সেবার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হার দিয়ে সফর শুরু করে টাইগাররা। তবে এরপর টি-টোয়েন্টি আর ওয়ানডে সিরিজ নিজেদের করে নেয় সফরকারীরা।

হ্যা, সেই স্মৃতিই ফিরিয়ে আনতে চান বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘দল হিসেবে আমাদের জন্য সিরিজ জয়ের সুযোগ। বাংলাদেশের জন্য জেতার সুযোগ।’’

টেস্টে হারের কোনো প্রভাব দলে পড়বে না বলে আত্মবিশ্বাসী মাহমুদউল্লাহ। বলেন, ‘সাদা বল আর লাল বল আলাদা। এখন ভিন্ন বলের খেলা। লাল বলের সিরিজকে এখন আমরা সামনে আনছি না, টি-টোয়েন্টিতেই মনোযোগ রাখার চেষ্টা করছি। একইসঙ্গে আমরা বিশ্বকাপেরও প্রস্তুতি নিচ্ছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের ঘরের মাঠে মোকাবিলা করতে মুখিয়ে আছি।’

এছাড়া ডমিনিকায় সুখস্মৃতি আছে বাংলাদেশের। ২০০৯ সালে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ডমিনিকাতে দুটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছিল টাইগাররা। তবে তা সামনে এনে আত্মহারা হতে চান না মাহমুদউল্লাহ।

বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আজকে আমি আর সাকিব বাসে আসার সময় ওই সময়কার কথাগুলো বলছিলাম। আমি যখন ড্রেসিংরুমে ঢুকলাম তখন সাকিবকে বলছিলাম- এখানে এভাবে খেলে এভাবে জিতেছিলাম। এটা (অতীত রেকর্ড) সবসময়ই ভালো অনুভূতি দেয়। তবে একইসাথে এটা অনেক আগের কথা। এখন হয়ত এটা আমাদের জন্য নতুন একটা ভেন্যু।’

৪ বল খেলে প্রথম টেস্টে জিতে

গেল অস্ট্রেলিয়া

গল টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ধসে কুপোকাত শ্রীলংকা। নাথান লিয়ন আর ট্রাভিস হেডের ঘূর্ণিতে ১১৩ রানেই গুটিয়ে গেছেন লংকানরা।

ফলে অস্ট্রেলিয়াকে তারা মাত্র ৫ রানের টার্গেট দিতে সক্ষম হয়। আর মাত্র ৪ বল খেলে ১০ উইকেটে জয় নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া।

তৃতীয় দিন সকালে অস্ট্রেলিয়াকে ৩২১ রানে অলআউট করে দেয় শ্রীলংকা। দারুণ বল করেন রমেশ মেন্ডিস। ৩২ ওভারে ১১২ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট শিকার করেন আসিথা ফার্নান্দো ও জেফরি ভান্দারসি।

প্রথম ইনিংসে ২১২ রান করেছিল শ্রীলংকা। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসে ১০৯ রানে পিছিয়ে থাকে দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নামেন স্বাগতিকরা। আর দ্বিতীয়বার নেমেই ব্যাটিং ধসে পড়ে। অসি বোলারদের সামনে তারা টিকেছে মাত্র ২২.৫ ওভার।

দিমুথ করুনারত্নে আর পাথুম নিশাঙ্কা উদ্বোধনী জুটিতে তোলেন ৩৭ রান। করুনারত্নেকে (২৩) ফিরিয়ে এই জুটিটি ভাঙেন নাথান লিয়ন। নিশাঙ্কা (১৪) হন সোয়েপসনের শিকার। ৮ রান করা কুশল মেন্ডিসকে তুলে নেন লিয়ন। ১২ রান করে সোয়েপসনের বলে আউট হন ফার্নান্দো। ৬৩ রানে ৪ উইকেট হারান লংকানরা।

এর পরই চমক দেখান অফস্পিনার ট্রাভিস হেড। ১০ রানেই তুলে নেন ৪ উইকেট। দিনেশ চান্দিমালকে ১৩ রানে বোল্ড করেন। এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলেন ধনাঞ্জয়াকে (১১)। ৮ রানে ব্যাট করা জেফরিকে বোল্ড করে দেন। রানের খাতাই খুলতে পারেননি লাসিথ এমবুলদেনিয়া।

২.৫ ওভারে ১০ রান দিয়ে ৪ উইকেট শিকার করেছেন হেড। এ ছাড়া ৩১ রানে ৪ উইকেট নেন লিয়ন। ফলে ১৮ রানে শেষ ৬ উইকেট হারায় শ্রীলংকা।